যায়যায়দিন

তারিখ 12 APR 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

সাহাবুল হক

উচ্চ শিক্ষা এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

(গতকালের পর)

দুই. প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তায় ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর একটি জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি (ন্যাশনাল সার্চ কমিটি) গঠন করবেন। এতে বর্তমানে 'রাজনৈতিক অনুগত ব্যক্তি' দেখে যেভাবে ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয় তা বন্ধ হবে। গ্রহণযোগ্য এবং খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুপ্রিম কোর্টের একজন রিটায়ার্ড জাস্টিস অথবা একজন সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অনুসন্ধান কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটির সদস্যরা হবেন ইউনিভার্সিটির সিনিয়র টিচার, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং সুপ্রিম কোর্টের রিটায়ার্ড জাস্টিস। ওই কমিটি শিক্ষকদের মধ্য থেকে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর নামের তালিকা তৈরি করে ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলরের কাছে প্রস্তাব আকারে পাঠাবে যাতে তিনি একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। একটি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটি মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে সব ধরনের যৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন, যেখানে প্রত্যেক প্রার্থীর সবলতা এবং দুর্বলতার কথা উল্লেখ থাকবে।

তিন. জাতীয় অনুসন্ধান কমিটি ভাইস চ্যান্সেলর পদের জন্য উল্লেখিতভাবে পাচজনের নাম প্রস্তাব আকারে সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটির সিনেটের কাছে পাঠাবেন। সিনেট সদস্যরা এর মধ্যে তিনজনের নাম চ্যান্সেলরের কাছে উপস্থাপন করবেন। চ্যান্সেলর এখান থেকে যে কোনো একজনকে ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেবেন।

ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে উল্লিখিত যে প্রক্রিয়াই গৃহীত হোক না কেন, এই পদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মভাবে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। বর্তমান সময়ে একজন ভাইস চ্যান্সেলরকে শুধু একজন স্বনামধন্য একাডেমিশিয়ান হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন নয়, তাকে কৌশলগত চিন্তাধারা, সঙ্গতিপূর্ণ পরিবর্তন এবং মানব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার পরিপূর্ণ ছাপ রাখতে হবে।

পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে অরাজনীতিকীকরণ প্রক্রিয়া

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনা বিশেষভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে। ইউনিভার্সিটির ভিসি ও অনুষদের ডিন নির্বাচনের সময় অধিক মাত্রায় রাজনীতিকীকরণের সৃষ্টি হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের মধ্যে দলীয় রাজনীতির সূত্র ধরে দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। যা ইউনিভার্সিটির একাডেমিক, প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতিতে প্রভাব ফেলছে।

বর্তমান সময়ে বিশেষ করে ১৯৯০ সালের পটপরিবর্তনের পর ইউনিভার্সিটিগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতিকীকরণ হয়েছে। ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতিকীকরণ স্থায়ীভাবে আসন গড়ার পেছনে যোগ্যতার নিম্নমান, একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদগুলোতে নির্বাচন, অনুন্নত অনুষদ, ইউনিভার্সিটির অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে দলীয় বিবেচনা এবং ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করার প্রক্রিয়া বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হওয়া উচিত। ফ্যাকাল্টি বা অনুষদের ডিন নির্বাচন বন্ধ করলেই শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ জন্য অনুষদের ডিন নির্বাচনের বদলে একাডেমিক যোগ্যতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলীর ভিত্তিতে ডিন নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা প্রস্তুত করা দরকার যাতে ভাইস চ্যান্সেলর সে পন্থা অনুসরণ করে ডিনদের নিয়োগ দিতে পারেন। ডিন নিয়োগে সিনিয়রিটি বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতা হিসেবে প্রফেসর পদে চাকরি স্থায়ীকরণের পর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমাকে বিবেচনা করতে হবে। এ পদ্ধতি সিনিয়র শিক্ষকদের নেতৃত্বস্থানীয় পদে পদায়ন নিশ্চিত করবে।

রাজনৈতিক সূত্র ধরে শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন এবং মেরুকরণের বিষয়টি বর্তমান সময়ে সবার কাছে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতিতে শিক্ষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ ইউনিভার্সিটি পরিচালনার পদ্ধতিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এটি বড় ধরনের অন্তরায়। শিক্ষকদের মধ্যে রাজনীতির সূত্র ধরে যে শ্রেণী বিভাজন এবং দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করা উচিত।

পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসন

ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে। আর এজন্য প্রচলিত আইনের সংস্কারও প্রয়োজন। সরকারি ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ পরিচালনা পরিষদ সিন্ডিকেটকে অধিকমাত্রায় শক্তিশালী করতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটকে পরিপূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে। সিন্ডিকেট তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে সম্পূর্ণভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। তাদের (সিন্ডিকেট) মুখ্য ভূমিকা হবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ এবং ভাইস চ্যান্সেলরের কর্মকাণ্ডের নজরদারি করা। এই প্রশাসনিক শ্রেণীর অধীনে একটি সুষম কমিটির কাঠামো প্রণয়ন করা হবে যার মাধ্যমে তারা ইউনিভার্সিটির সার্বিক পরিস্থিতি অবলোকন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে উপদেশ প্রদান করতে পারবে।

ইউনিভার্সিটি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাইরের যে কোনো ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ তাদের কর্মকাণ্ডকে সঙ্কুচিত করার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রতিটি অনুষদে ছাত্র আসন সংখ্যা বণ্টন নিয়ে যে দাফতরিক নীতিমালা রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে ঘটেই চলছে। এই পরিস্থিতি জরুরিভাবে সংশোধন করা প্রয়োজন। *(চলবে)*

লেখক : লেকচারার, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

(নিবন্ধটি গত ৭ এপ্রিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত উচ্চ শিক্ষার ওপর এক গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়)

সংশোধন